দৈনিক ইনকিলাব

২০/৭/২০০১
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫

ঢাকা ভার্সিটিতে দখল বজায় রাখতে ছাত্রলীগের রণপ্রস্তুতি ❑ হলে হলে অস্ত্রের ভাণ্ডার

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ আসন্ন কেয়ারকেটার সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে মোকাবিলা করতে মুজিববাদী ছাত্রলীগ ক্যাডাররা রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে তাদের দখলদারিত্ব বজায় রাখতে আবাসিক হলগুলোতে অত্যাধুনিক অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে।

ছাত্রলীগের ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা গেছে, আসন্ন কেয়ারকেটার সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলকে মোকাবিলা করার প্রায় যাবতীয় প্রস্তুতি ছাত্রলীগ সম্পন্ন করেছে। আগামীদিনে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দখলদারিত্ব বজায় রাখতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড থেকেও এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, দলীয় হাইকমান্ড থেকে কেয়ারটেকার সরকারের আমলে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগকে সার্বিকভাবে

৫-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটিতে দখল বজায় রাখতে ছাত্রলীগের রণ প্রস্তুতি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

দেখাশোনা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়, বাগেরহাটের এক এমপি ও যুবলীগের একজন শীর্ষ নেতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মোকাবিলায় দলীয় ক্যাডারদের চাহিদামত অস্ত্র ও নগদ অর্থসহ সকল ধরনের সহায়তাদানের আশ্বাস দিয়েছে ছাত্রলীগের হাই কমান্ড। তাই হলে হলে সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। ছাত্রলীগের জনৈক ক্যাডার নেতা এ প্রতিবেদককে জানান, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ছাত্রদলকে আমরা যে কোন মূল্যে প্রতিহত করব। এ ব্যাপারে আমাদের সকল ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে।' এই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা হলে হলে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুদ বৃদ্ধি করেছে। শটগান, একে-৪৭ রাইফেলসহ বিপুল পরিমাণে অত্যাধুনিক ভারী অস্ত্র আমদানী করা হয়েছে হলগুলোতে।

ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, গত সপ্তাহে ছাত্রলীগের বাগেরহাট গ্রুপের নেতা ও মুহসীন হলের সভাপতি শফিক ৮টি অত্যাধুনিক শটগান কিনে আনেন। এছাড়া এ হলে গত কয়েক দিনে ৫/৬টি দেশী-বিদেশী রিভলভার এসেছে বলে জানা গেছে। এ অস্ত্রগুলোর একটি অংশ সূর্যসেন ও এফ রহমান হলে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের কাছে সরবরাহ করা হবে। মুহসীন হলে ইতিমধ্যে ১টি একে-৪৭ রাইফেল আনা হয়েছে। ঢাকার একটি আসন থেকে নির্বাচিত সরকার দলীয় এক এমপির পুত্র এ অস্ত্রটি যোগান দিতে সহায়তা করেছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত জিয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত সম্প্রতি চট্টগ্রাম থেকে ৭টি অস্ত্রের একটি চালান ঢাকায় এনেছে। এ সকল অস্ত্রের মধ্যে শটগানও রয়েছে। চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ ক্যাডার হেমায়েত অস্ত্রগুলোসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও প্রধানমন্ত্রীর দফতরের একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তার সরাসরি হস্তক্ষেপে সে ছাড়া পায়। অস্ত্রগুলোও পুলিশ ফেরত দেয়। এ অস্ত্রগুলো এখন ক্যাম্পাসে ক্যাডারদের মাঝে বন্টন করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এছাড়া জসীমউদ্দীন হলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ১টি কাটা রাইফেল ও ১টি পয়েন্ট ৩২ পিস্তল সংগ্রহ করেছে। জিয়া হলের ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রিজভীর তত্ত্বাবধানে খুলনা থেকে ১টি কাটা রাইফেল ও ১টি বন্দুক শীঘ্রই ক্যাম্পাসে আসছে। ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগ সভাপতি সাগর গ্রুপের এক ক্যাডার ১টি বন্দুক সংগ্রহ করেছে।

সম্প্রতি আমদানীকৃত এসব আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে অর্ধশতাধিক অস্ত্র সার্বক্ষণিকভাবে মজুদ রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল, সূর্যসেন হল, জিয়া হল, জহুরুল হক হল, এস এম হল শহীদুল্লাহ হল এবং ফজলুল হক হলের ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণে এ সকল অস্ত্র রয়েছে। বাকি হলগুলোতে অস্ত্রের যোগান এই হলগুলো থেকেই দেয়া হয়। তবে অস্ত্রগুলো সব সময় এক হাতে থাকে না। নগরীর বিভিন্ন অপরাধীর কাছেও ক্যাপাস থেকে অস্ত্র চালান হয়। এসব অস্ত্র ভাড়ায় খাটে। প্রয়োজনে আবার নিজেদের কাছে নিয়ে আসা হয়।

বিভিন্ন হলে আমদানীকৃত আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ কেয়ারটেকার সরকারের আমলে এর ব্যাপক ব্যবহারে ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। হলে মজুদ অস্ত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বেগ শাহীন জাহান বলেন, 'অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীদের কোন দল ও মত নেই। অস্ত্র ছাত্র রাজনীতিকে সুস্থ ধারায় নিয়ে যেতে পারে না। আমার জানা মতে, ছাত্রলীগের কোন নেতা-কর্মীর কাছে অস্ত্র নেই। ছাত্রলীগ ছাত্র রাজনীতির সুস্থ ধারা বজায় রাখতে সর্বদাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'